দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

চিঠিপত্র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের প্রতিটি থানা পর্যায়ে দু'টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার প্রসার সরকারী বেতন রেটে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুযোগ, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা ইত্যাদি কারণে সরকারের এ সিদ্ধান্ত একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

আমরা মনে করি, সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি থানায় সর্বস্তরের কমপক্ষে ৪/৫ হাজার ছেলেমেয়ে সরকারী বেতন রেটে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। বলা বাহুল্য, বর্তমানে দেশের কোন কোন থানায় সরকারী স্কুল আছে, আবার অনেক থানায় নেই, স্বাভাবিকভাবে যেসব থানায় নেই সেসব থানায় সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ একান্ত অপরিহার্য। আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, যে, শিক্ষক সমিতির একশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ সরকারের উল্লেখিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আসছেন। যেহেতু দেশে বেশকিছু সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেগুলোকে কোন অবস্থাতে বেসরকারী পর্যায়ে আনা যাবে না, তাহলে তার সঙ্গে আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী হচ্ছে, এতে তো কোন মহলের আপত্তি থাকা বা বাধা দেওয়ার কথা নয়। দেশে বেসরকারী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করানোর যে ব্যয়ভার তা বহন করা এ দেশের গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর। প্রতিটি বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেতন সরকারী রেটে বেতনের ১০/১৫ গুণ বেশী, তদুপরি চাঁদা, ডোনেশন বিল্ডিং ও অন্যান্য ফিসহ মোটা অংকের বোঝা অভিভাবককে বহন করতে হয়। খোদ রাজধানীর বুকে মাধ্যমিক স্তরের লালবাগ থানায় কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। আমরা আশা করি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন এবং অনতিবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

—মাওঃ আহমদ আলী,
৩২, বাড্ডানগর লেইন, লালবাগ, ঢাকা।

মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হোক

আমরা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার্থীগণ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, মাদ্রাসায় দাখিল সমান এসএসসি ও আলিম সমান এইচএসসি সমমান দিলে সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃক প্রণীত বাংলা, ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি সিলেবাস পড়ে ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও স্নাতক মান দেওয়া হচ্ছে না। এটা নিঃসন্দেহে বৈষম্য। আবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় দেখা যায় এসএসসি, এইচএইসি, স্নাতক ফলাফল বাংলাদেশে প্রথম শেরণীর "দৈনিক পত্রিকা"সমূহে প্রকশ করা হয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মজুদ থাকে এবং একযোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল তেমন হয় না। তাই আবেদন, সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

—মোঃ জাকির হোসেন খান,
গ্রাম- ছৈলাবুনিয়া, ডাক- দঃ কাঠীপাড়া,
নলছিটি, ঝালকাঠি।